যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	প্রথম অধ্যায়: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
৩।	তৃতীয় অধ্যায়: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	
৪।	চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	
৫।	পঞ্চম অধ্যায়: ক্রীড়া পরিদপ্তর	
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	

প্রথম অধ্যায়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠন ও কার্যবন্টন

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয় । ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় । পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

Rules of Business ১৯৯৬ এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে:

১.	যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
২.	স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
৩.	যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
৪.	নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি ;
৫.	যুব পুরস্কার প্রদান ;
৬.	যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবল অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
৭.	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
৮.	বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
৯.	বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
১০.	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
১১.	ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
১২.	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
১৩.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৪.	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান ;
১৫.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৬.	ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন ;

১৭.	ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ ;
১৮.	অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
১৯.	ক্রীড়াবিদদের পেনশন প্রদান ;
২০.	আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ;
২১.	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
২২.	বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
২৩.	মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
২৪.	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
২৫.	আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের ফি ।

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া

মিশন

দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী । সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত ও অধস্তন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্হাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত । তাছাড়া, প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে সচিব-এর উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/অধস্তন সংস্হাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ।

এই মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য রয়েছে চারটি অধিশাখা যথাঃ (১) প্রশাসন (২) যুব (৩) ক্রীড়া ও (৪) পরিকল্পনা । ০২ জন যুগ্মসচিব থাকলেও বর্তমানে ০৭ জন যুগ্ম-সচিব শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন। উক্ত চারটি অধিশাখার অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা । প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ২২জন প্রথম শ্রেণীর, ১৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ২০ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ২০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী । মোট জনবল ৮১ জন ।

প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরতদের সংখ্যা
ক	সচিব	১	১
খ	যুগ্ম-সচিব	২	৭
গ	উপ-সচিব	৩	৬
ঘ	উপ-প্রধান	১	১
ঙ	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৫
চ	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪	২
ছ	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
জ	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১
	মোট=	২২ জন	২৪ জন

বিভিন্ন শাখা অধিশাখার কার্যাদি এবং নিষ্পন্নকৃত কার্যাদি

(ক) প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার ৬ টি শাখা রয়েছে। যথা: প্রশাসন- ১, প্রশাসন-২, সমন্বয় এবং বাজেট শাখা, হিসাব শাখা এবং আইটিসেল। শাখাসমূহের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

শাখার নাম: প্রশাসন-১

অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬

ক্র নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারিগণের নিয়োগ	-
২।	শৃঙ্খলা ও আপিল বিষয়ক কার্যাদি।	-
৩।	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম ও কল্যাণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন	০২ জন কর্মকর্তার পি.আর.এল এর আদেশ জারি করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ, বি ও সি শ্রেণির সরকারি বাসা বরাদ্দকরণ	০২ টি এ শ্রেণির বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের অর্জিত ছুটিমঞ্জুরি	৬ জন কর্মকর্তা /কর্মচারির অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি	০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৭।	জাতীয় সংসদদের কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ	জাতীয় সংসদের চাহিদা মোতাবেক কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
৮।	মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে মটরকার, কম্পিউটার, গৃহনির্মাণ ও মটর সাইকেল অগ্রিমের মঞ্জুরি প্রদান	৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	যথাযথভাবে স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় স্টেশনারি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, মেরামত, বিতরণ ও অকেজো মালামাল অপসারণ	যথাযথভাবে কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
১১।	গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা	গ্রন্থাগার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১২।	পত্রগ্রহণ ও প্রেরণ	১৩৫০ টি পত্র গ্রহণ এবং ১২৯০ টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ	বিধিবিধান অনুযায়ী আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।
১৪।	সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও আপ্যায়ন	যথাযথভাবে সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

১৫।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের দপ্তরের দৈনিক পত্রিকা ও আপ্যায়নসহ আনুষঙ্গিক বিল	....
১৬।	প্রটোকল	প্রটোকল সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
১৭।	উন্নয়ন এবং কমন সার্ভিস	-
১৮।	মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণি প্রণয়নসহ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১৯।	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত এবং ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যাদি মন্ত্রণালয় থেকে অপসারণ	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত করা ও ব্যবহারের অনুপযোগী আসবাবপত্র অপসারণ করা হয়েছে।
২০।	জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসহ অন্যান্য ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ	গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসমূহে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা ব্যবহারের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২১।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বিপরীতে মোট ৩.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২২।	মাননীয় উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	
২৩।	বিবিধ	সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের বিবিধ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

প্রশাসন-২ শাখা

প্রতিবেদনের বছর ২০১৫-১৬

ক্রঃ নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি;	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।
২।	জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যাবলি;	দশম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অধিবেশনে মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য তারকা চিহ্নিত ও লিখিত প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংক্রান্ত কার্যাদি;	মন্ত্রণালয়ের ৬ জন কর্মকর্তার অনুকূলে ৬ টি আবাসিক ও ৪ জন কর্মকর্তার অনুকূলে ৪টি দাপ্তরিক টেলিফোনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুকূলে ২৯টি দাপ্তরিক ও ২৯টি আবাসিক এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অনুকূলে ১টি আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত/ অকেজো আসবাবপত্র অপসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৪টি চেয়ার, ২টি কাঠের চেয়ার, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ৪টি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি টেবিলের গ্লাস, ১টি লুকিং গ্লাস, ৪টি কম্পিউটার টেবিল, ৩টি কম্পিউটার চেয়ার, ২টি কম্পিউটার র‍্যাক, ৫টি স্টীলের আলমিরা, ১টি শোকেস, ৪টি জানালার ভার্টিকাল পর্দা (৪৮ বর্গফুট করে), ১টি ওয়াল ফ্যান, ২টি ডোর ক্লোজার, ২টি হ্যাঙ্গিং কেবিনেট ও ৪টি ফাইল কেবিনেট ক্রয় করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পদোন্নতি/ টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;	-
৭।	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বাংলাদেশ সচিবালয়ের	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অনুকূলে স্থায়ী এবং ৮৯টি

	স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কার্যাদি	অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু/নবায়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
৮।	বিদেশ ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৯ জন কর্মকর্তা, এ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার ০১ জন কর্মকর্তা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ০২ জন সদস্যকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৯।	মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী/ সচিবসহ মন্ত্রণালয়/ দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণ -সহ জি.ও জারিকরণ	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও জারি, অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং সফর শেষে বর্ণিত অগ্রিম সমন্বয় করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের ৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষ, পরিশ্রমী ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
১১।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ /বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার ৮৪ জন কর্মকর্তাকে সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১২।	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

সমন্বয় শাখা

<u>প্রতিবেদনের বছর ২০১৫-১৬</u>

ক্রমিক	শাখা ও অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের তালিকা	মন্তব্য
১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;	বার্ষিক প্রতিবেদন - ১টি মাসিক প্রতিবেদন - ১২টি	
২।	মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাহিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।	
৩।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময়ে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;	প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
৪।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;	প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫।	জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৫ এ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	০৮টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
৬।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;	প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
৭।	মহিলাদের চাকুরীর কোটা পূরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ ;	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন - ৪টি ষান্মাসিক প্রতিবেদন - ২টি	
৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে যেমন-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়,	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	

	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠিপত্র বিনিময় ও প্রতিবেদন প্রেরণ;		
৯।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য এ শাখা হতে নিয়মিত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।	
১০।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	০২ টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
১১।	সচিব সভায় গৃহীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
১২।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রেরণ;	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৩।	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নামের তালিকা প্রেরণ;	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৪।	২১শে পদকের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়নের প্রেরণ;	প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৫।	বেগম রোকেয়া পদকের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন প্রেরণ;	প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৬।	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্যাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;	তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৭।	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ;	তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সার্কুলারসমূহ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার সমূহ যথাযথভাবে দপ্তর/সংস্থায় বিতরণ করা হয়েছে।	
১৯।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ;	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
২০।	প্রশিক্ষণ কোর্সে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক বিশেষ ক্লাশ/মডিউল অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত ছক পূরণপূর্বক প্রতি মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ;	প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	

২১।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের উপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের উপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে।	

বাজেট শাখা

<u>প্রতিবেদনের বছর ২০১৫-১৬</u>

ক্রঃ নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক হালনাগাদকরণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোয়াটার ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অর্থ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে।
৩।	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪।	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও ডাটা এন্ট্রি;	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থপনা কমিটির অনুমোদনের পর iBAS-এ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
৫।	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির ১৩ (তেরো) টি প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপির জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৭।	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ,

	তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;	বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা নিমিত্ত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
৯।	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশন এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশন এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যালয়/প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১০।	অর্থবিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থবিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	পুনঃউপযোজনসহ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১২।	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে খেলাধুলার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	অর্থবরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৪।	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতি সাধন;	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধনের নিমিত্ত নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৫।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।
১৬।	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC)এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC)এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ করা হচ্ছে।
১৭।	যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৃথক অডিট শাখা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয় সাধন;	এ মন্ত্রণালয়ে আলাদা অডিট শাখা নেই বিধায় বাজেট শাখা হতে নিয়মিত ব্রডশীট জবাব, ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংসহার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মাসিক সমন্বয় সভায় অডিট আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
১৮।	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা হচ্ছে।
১৯।	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে (যদি থাকে) সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিররণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রম্নপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিররণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ বাজেট শাখা হতে নিশ্চিতকরণ করা হচ্ছে।
২০।	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।
২১।	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
২২।	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য এ মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংসহার তথ্যাদি অর্থ বিভাগে

		প্রেরণ করা হয়েছে।
২৩।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা; এবং	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৪।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উধর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন ।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উধর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে।

শাখার নাম: আইটি সেল

অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬

আইটি সেল এর কার্যাদির বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যাদি	২০১৫-১৬ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার Information Communication Technology (ICT) সম্পর্কিত সকল কাজে নির্দেশনা প্রদান তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করা;	ICT সম্পর্কিত সকল কাজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সমন্বয়ে সম্পাদন করা হচ্ছে।
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত আইসিটি তথ্যাদি হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৩.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	দেশে আইসিটি বিষয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়ার, সফটওয়ার স্থাপন ও যথাযথ পরিবর্তন করা ;	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হচ্ছে।
৫.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।	মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেল এর দায়িত্বসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
৬.	তথ্য, ই-মেইল এবং ডাটাবেজ সমুহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।	ওয়েব মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগসহ তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে।
৭.	নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্ক Resource -এর যথোপযুক্ত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য user creation password প্রদান ও পরিবর্তন, প্রবেশাধিকার নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	মন্ত্রণালয়ের LAN বা নেটওয়ার্কিং জনিত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।

৮.	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।	প্রশিক্ষণ নির্ধারণে সহায়তা করা হয়।
৯.	Web site traffic ও e-mail monitor করা এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা;	Web site ও ইমেইল নিয়মিত চেক করা হচ্ছে।
১০.	User right অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই সেগুলি browsing করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	User right অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই সেগুলি browsing করা থেকে বিরত রাখার জন্য বলা হয়েছে।
১১.	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা।	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
১২.	বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি, উন্নয়ন ও তদারকি, সিস্টেমস-এ কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধান করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	কম্পিউটার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হচ্ছে।
১৩.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/দপ্তরে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে Wi-fi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করণসহ ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত কার্যাদি।	ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
১৫.	বিভিন্ন ধরনের তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করা এবং সংরক্ষণ করা।	আইসিটি সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
১৬.	মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর সংস্থার সাথে ইন্টারনেট/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা সহ যুব ও ক্রীড়া শাখার বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি/অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে।

১৭.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে ইন্টারনেট/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রাদি নিজ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।
১৮.	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ও নিয়মনীতি সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগিতা করা ।	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগিতা করা হয়েছে।
১৯.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা ।	বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
২০.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব পালন করা।	চিফ ইনোভেশন অফিসারের তত্ত্বাবধায়নে আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধান সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়ে থাকে।
২১.	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশেষনের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশেষনের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
২২.	প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা;	প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা হয়।
২৩.	Web page এ প্রকাশিত তথ্যেও জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও Web Page up-to-date রাখা;	Web page এ প্রকাশিত তথ্যেও জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও Web Page up-to-date রাখা হচ্ছে।

২৪.	নিয়মিতভাবে ডাটা Backup ও Recovery করা;	আইটি সেল এর তথ্যাদি Backup ও Recovery করা হচ্ছে।
২৫.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত installation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত installation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৬.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কারিগরী সমস্যায় সহযোগীতা করার জন্য help-line desk এর ব্যবস্থা করা এবং এতদসংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও monitor করা;	ম্যানুয়াল গত হেল্প ডেক্স না থাকলেও প্রয়োজনীয় কারিগরী সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করা হয়।
২৭.	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা;	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা হয়।
২৮.	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা;	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়।
২৯.	চাহিত মোতাবেক ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল করা ও সফটওয়্যারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করা।	কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল করা ও সফটওয়্যারে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।
৩০.	ডকুমেন্ট, ফরম, ম্যানুয়াল, ষ্টান্ডার্ড, নীতিমালা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ এবং নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও হালনাগাদ রাখা;	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্যাদি নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৩১.	Backup power supplies, effective virus protection software & procedure সংগ্রহ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে network কে সচল ও নিরাপদ রাখা;	Backup power supplies ক্রয় প্রক্রিয়াধীন এবং virus protection software এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ককে সচল ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে।
৩২.	Desktop, laptop ও workstation এ অপারেটিং সিস্টেম ও virus guard সহ সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার স্থাপনের ব্যবস্থা করা;	প্রায় সকল কম্পিউটারে সিকিউরিটি সফটওয়্যার (ইন্টারনেট সিকিউরিটি এন্টিভাইরাস) ইন্সলট করা হয়েছে।
৩৩.	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সময় সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

শাখার নাম: হিসাব শাখা

অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬

ক্র: নং	কার্যাদি	২০১৫-১৬ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর দেশে এবং বিদেশে ভ্রমণের জন্য যাবতীয় আর্থিক কার্যাদি	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর দেশে এবং বিদেশে ভ্রমণের জন্য যাবতীয় আর্থিক কার্যাদি যেমন- ভ্রমন বিল তৈরী করণ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর স্বাক্ষরের পর সিএও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর কার্যালয়ে দাখিল এবং সিএও অফিস থেকে চেক গ্রহণের পর মাননীয় মন্ত্রীকে প্রদান করা হয়েছে।
২.	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক যাবতীয় কার্যাদি	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক যাবতীয় কার্যাদি যেমন- মাসিক বেতন বিল, বকেয়া বেতন বিল, দায়িত্ব ভাতা বিল, উৎসব ভাতা বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বিল, সমতাকরণ বকেয়া বিল, ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম ও চূড়ান্ত বিল, সম্মানী ভাতা বিল, কম্পিউটার অগ্রিম, গৃহনির্মাণ অগ্রিম, মটরকার অগ্রিম বিল, এলপিআর ভোগরত কর্মকর্তাদের এককালীন ১৮ মাসের বেতন বিল, ভ্রমন ভাতার অগ্রিম ও সমন্বয় বিল তৈরী, বিল স্বাক্ষরের পার সিএও অফিসে দাখিল, সিএও অফিস থেকে চেক গ্রহণ এবং চেক প্রদান। সিএও অফিস কর্তৃক কর্মকর্তাদের ছুটি প্রাপ্যতা সনদপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.	মন্ত্রণালয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিল, অগ্রিম আনুষঙ্গিক বিল ও সমন্বয়, অগ্রিম উত্তোলন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি	মন্ত্রণালয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিল, অগ্রিম আনুষঙ্গিক বিল ও সমন্বয়, অগ্রিম উত্তোলন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন, বরাদ্দ প্রাপ্ত খরচের বিল অডিট অফিসে স্বাক্ষর সহকারে প্রেরণ, অর্থ উত্তোলন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রদান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ই-সেবা কার্যক্রমের অগ্রিম ১২৫০০০ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের A২i এর ২য় প্রশিক্ষণের ব্যায়ের অগ্রিম ৩,৮৩,০০০ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ওয়াকশপ আয়োজনের ব্যায়ের অগ্রিম ১,৫০,০০০ টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিয়োগের কার্যক্রমের ব্যায়ের অগ্রিম ১,৩৪,০০০ টাকা সমন্বয় বিল দাখিল না করায় বিল গুলি সমন্বয় করা হয়নি। যদিও প্রতি অর্থবছরে গৃহীত অগ্রিম ৩০শে জুনের মধ্যে সমন্বয়ের বিধান রয়েছে। অন্যান্য অগ্রিম গুলি সমন্বয় করে নীল কার্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৪.	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রাপ্য	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রাপ্য যথা- মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, ভাতা ও সম্মানি ইত্যাদির চেকসমূহে স্বাক্ষর ও ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের খরচের প্রতিবেদনে মিল রাখা ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
৫.	মন্ত্রণালয়ের প্রতি বৎসরের যাবতীয় খরচের হিসাব সংরক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে হিসাব প্রদানসহ অগ্রগামী বৎসরের অর্থের পরিমান নির্ধারণ করা	মন্ত্রণালয়ের প্রতি বৎসরের যাবতীয় খরচের হিসাব সংরক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে হিসাব প্রদানসহ অগ্রগামী বৎসরের অর্থের পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে।
৬.	মন্ত্রণালয়ের প্রতি মাসের খরচের হিসাব সঠিকভাবে প্রস্তুত	মন্ত্রণালয়ের প্রতি মাসের খরচের হিসাব সঠিকভাবে প্রস্তুত, রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর কার্যালয়ের সাথে খরচের হিসাব সংগতি সাধন করা হয়েছে।
৭.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনিত কার্যাদি	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনিত কারণে যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অগ্রিম যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান ও সমন্বয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং মহান বিজয় দিবেসের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বিভিন্ন সংস্থাকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মহান বিজয় দিবস/২০১৪ উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে প্রদত্ত ৩,৫০,০০০ টাকা অগ্রিমের বিলটি আয়কর ও ভ্যাট সঠিকভাবে কর্তন না করায় বিলটি অদ্যাবদি সমন্বয় হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অগ্রিম গুলি সমন্বয়ের অপেক্ষায় রয়েছে।
৯.	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন বিল পাওয়ার পর বিলের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন বিল পাওয়ার পর বিলের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে বিল প্রস্তুত করে এজি অফিসে প্রেরণ করে চেক পাওয়ার পর তা পরিশোধ করা হয়েছে।
১০.	বাজেটে বিভিন্ন কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের পর অব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ সমর্পন করা	বাজেটে বিভিন্ন কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের পর অব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ সমর্পন করা হয়েছে।
১১.	সার্ভিস বহি লিপিবদ্ধ করণের যাবতীয় কাজ	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের সার্ভিস বহিতে জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া শ্রান্তি বিনোদন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, সিলেকশনগ্রেড, টাইমস্কেল সহ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
১২.	ক্যাশ বহি লিপিবদ্ধ করণ	মন্ত্রণালয়ের হিসাব ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করণ সম্ভব হয়নি।
১৩.	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কার্যাদি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

শাখার নামঃ যুব-১

অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬

ক্রঃ নং	শাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অনুকূলে আর্থিক সাহায্যের আবেদন সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০২ জন জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে ৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদার/সমমানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি সংক্রান্ত।	৭৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৬ জন কর্মকর্তার অনুকূলে বিভিন্ন কারণে অর্জিত ছুটির আদেশ জারী করা হয়েছে ১৮ জন কর্মকর্তাকে বহি: বাংলাদেশ ছুটির আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ স্থায়ীকরণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের থানা সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (থারপেড) ১২২ টি পদের স্থায়ীকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৪	১১ টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ স্থায়ীকরণ।	১১ টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০০ টি পদের স্থায়ীকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৫	১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন প্রকল্পের ১ম শ্রেণির ৯৬ জন কর্মকর্তার চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণে সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।
০৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পেনশন সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর ১৭ জন কর্মকর্তার চূড়ান্ত পেনশন আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সিলেকশন ও টাইমস্কেল প্রদান।	১ম ও ২য় শ্রেণীর ৪৯৭ জন কর্মকর্তার অনুকূলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
০৮	দক্ষতাসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত।	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৫ জন কর্মকর্তার দক্ষতাসীমা অতিক্রমের সপক্ষে আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৯	বেতন সমতাকরণ সংক্রান্ত।	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৮ জন কর্মকর্তার বেতন সমতাকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
১০	বিভাগীয় মামলা।	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৪টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয় ।	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী সংরক্ষণের আদেশ জারি করা হয়েছে ।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের শৃংখলা ও আপিল বিষয়ক বিষয়াদি ।	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৮টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি।
১৩	গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ।	১৫৮ জন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি ।	০৮ জন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।
১৫	জাতীয় যুব দিবস, ২০১৫ উদযাপন সংক্রান্ত।	০১ নভেম্বর/২০১৫ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

১৬	বিদেশে যুব প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত।	প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৩টি যুব বিষয়ক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭	জাতীয় যুব নীতি	জাতীয় যুবনীতি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ সংক্রান্ত	গেজেট প্রকাশিত হয়েছে

অধিশাখার নাম ঃ যুব-২।
প্রতিবেদনের বছর ঃ ২০১৫-২০১৬।

ক্রঃ	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমান/জন/অন্যান্য
১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলী ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্যাবলী।	**"ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন"** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর- ৭ জন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-২ জন এবং সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে- ৬ জন এবং "আঠারটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়ে ৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে- ২জন কর্মকর্তা-কে বদলীর আদেশ জারী করা হয়েছে।
২.	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের অর্থ ছাড় ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি।	সমাপ্ত ৫(পাঁচ) টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তবর্তীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৬৮২.১১ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি বিরাশি লক্ষ এগার হাজার) টাকা অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে।
৩.	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত।	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" গত ১১.০৫.২০১৫ তারিখে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫টি নথি যুব-১ শাখা প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদিত হয়েছে	ক. "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ক্যারিয়ার অস্ট্রেলিয়া" এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক খ. "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কোর নলেজ লিমিটেড" এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক গ. "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও টিএমএসএস" এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক ঘ. "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও আইটি ভিশন সোসাইটি" এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক ঙ. "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও পিডিএফ" এবং "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও টাইম নাও লিমিটেড" এর মধ্যে সমঝোতা।
৫.	পাঁচটি সমাপ্ত প্রকল্পের রিট পিটিশনের রায় সংক্রান্ত	রিট পিটিশন নং ১০৫৯৪, ১০৫৯৫, ১০৫৯৬, ১০৭১১ এবং ১২৩৮৩ এর রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের মতামত প্রদানের জন্য বিজ্ঞ সলিসিটর উইং বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	৪র্থ পর্বে ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ ও আগস্ট/২০১৮ মাসে শেষ হবে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৫ম পর্বের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শাখা/অধিশাখার নাম ঃ ক্রীড়া-১ শাখা
প্রতিবেদন বছর ঃ ২০১৫-২০১৬

ক্রঃ নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য	মন্তব্য
১।	ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশের ০৭টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সর্বমোট ৫০০ জনকে মোট ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা অবসরভাতা প্রদান করা হয়েছে।	
২।	বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে সরকারী আদেশ (জি.ও)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে ৭২ টি ক্রীড়া দল বিদেশ প্রেরণের সরকারী আদেশ (জি.ও) জারী করা হয়েছে।	
৩।	বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারী আদেশ (জি.ও)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১,২৫,০০,০০০/- (এক কোটি পচিশ লক্ষ) টাকা অনুদানের সরকারী আদেশ (জি.ও) জারী করা হয়েছে।	
৪।	বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহে ক্রীড়া উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	
৫।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুসম্পন্নকরণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।	
৬।	পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬১৭ সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে।	
৭।	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান	২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালের মোট ৩২ (বত্রিশ) জন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।	
৮।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য কার্যাদি	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।	

(ক্রীড়া-২ অধিশাখা)

ক্র নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম		
১	বিকেএসপি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	০৫(পাচ)জন, ৩য় শ্রেণির ০৪ জন ৪র্থ শ্রেণির	
২	পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান।	০১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১০ জন কমর্কর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ০২ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।	
৩	শৃংখলা ও আপিল।	০১ (এক) জন কর্মকর্তার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে।	
৪	অবসর সংক্রান্ত কার্যক্রম।	০৪ (চার) জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরী করা হয়েছে। ০৬(ছয়) জন কর্মকর্তাকে পি,আর,এল মঞ্জুর করা হয়েছে।	
৫	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান।	০৮(আট) জন কর্মকর্তাকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।	
৬	বদলী ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান।	০৮(আট)জন জন কর্মকর্তাকে বদলী করা হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ)জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	
৭	বিদেশ ভ্রমণের জন্য ছুটি প্রদান।	১০ (দশ) জন কর্মকর্তা ও ৩০ (ত্রিশ) জন খেলোয়াড়কে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।	
৮	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের বছর ভিত্তিক পদ সংরক্ষণ	৩৩৪ টি পদ বছর ভিত্তিক পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।	
৯	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের বছর পদ স্থায়ীকরণ	৮৫ টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে।	
১০	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড়করণ	৩,৬০,০০০০০/- টাকা ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	
১১	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন।	ক্রীড়া পরিদপ্তরাধীন ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১,৮০,০০০০০(এক কোটি আশি লক্ষ)টাকা অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন করা হয়েছে।	
১২	বিকেএসপি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী-দের বেতন-ভাতা ও প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ ছাড়করণ।	২৪,২৫,০০,০০০/- (চব্বিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকার বিভাজন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	
১৩	বিকেএসপি'র জন্য পদসৃষ্টি	বিকেএসপি'র রাজস্ব খাতে ১০০(একশত)টি পদসৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	
১৪	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়ন।	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	
১৫	শারীরিক শিক্ষা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।	৪৩৩ (চারশত তেত্রিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।	
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ।	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	
১৭	নিয়োগ বিধি সংশোধন সংক্রান্ত।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	
১৮	বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের NOU/দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত।	০১ টি দেশের সাথে ক্রীড়া চুক্তি কার্যক্রমের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।	
১৯	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা।	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা হয়েছে এবং নিজস্ব উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	

শাখা/অধিশাখার নাম ঃ পরিকল্পনা অধিশাখা।

প্রতিবেদনের বছর ঃ ২০১৫-১৬

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখা যুব ও ক্রীড়া সেক্টরের উন্নয়ন ও প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় রয়েছে ০৪টি শাখা। শাখাসমূহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থছাড়, জনবল নিয়োগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদিসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের কার্যবন্টন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

পরিকল্পনা শাখা- ০১		
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	পরিকল্পনা শাখা-৩ এর সাথে যৌথভাবে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক (MTBF), পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।	২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও সংশোধনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, প্রণীত প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ।	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যক্রম।	২০১৫-১৬ সালের এডিপিভুক্ত যুব খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান এবং উক্ত সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন।	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আইএমইডি ও মন্ত্রণালয়) কর্তৃক করা হচ্ছে।
০৫	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)।	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) করা হয়।
০৬	যুব উন্নয়ন সেক্টরের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) এর যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন।	মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা এবং এম আই, এস প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
০৭	উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম।	যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
০৮	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে Tor প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে Tor প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করা হয়।
০৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাযোগ	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা লাভের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়।
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে মোট ৮৯২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং অবমুক্ত করা হয়েছিল ৮৮৫৮.৩০ (৯৯.২৭%) লক্ষ টাকা।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম করা হয়।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রি সভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ,	রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নাই।

	অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	
১৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশি- ষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবলের পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়।
১৬	যুব সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনার জন্য প্রেরণ।	প্রকল্পের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে।
১৭	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	বাস্তবায়ণাধীন প্রকল্পের আওতায় বিদেশ গমণের জন্য জিও জারী করা হয়েছে।
১৮	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
	পরিকল্পনা শাখা-০২	
০১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তাদান এবং উক্ত সংস্থার প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
০২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভার কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/ অনুমোদনের লক্ষ্যে বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৩	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি কমিটির সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ। এ ছাড়া ক্রীড়া সেক্টরে এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত কতিপয় প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৬	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৭	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৮	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভার আহ্বান ও কার্যকম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) করা হয়েছে এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভার আহ্বান করা হয়েছে।
০৯	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
১০	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজ।	গত অর্থ বছরে কোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়নাধীন ছিল না বিধায় এ সংক্রান্ত কোন কাজ করা হয়নি।
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্রিতিকৃত ০১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বরাদ্দ ছিল ১৩০০৬.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১৩০০৬.০০ (১০০.০০%) লক্ষ টাকা।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৩	ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	১৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১৫	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়নি।
১৬	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য কোন জিও জারী করা হয়নি।
১৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
	পরিকল্পনা শাখা- ০৩	
০১	পরিকল্পনা- ০১ শাখার সাথে যৌথভাবে বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক, পঞ্চ-বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।	বার্ষিকসহ বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০২	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিত সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)।	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ক্রীড়া সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদনের ব্যাপারে পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদনের বিষয়ে যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচী প্রণয়ন এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ করা হয়েছে।
০৫	এনইসি/একনেক-এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং তা এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ।	এনইসি/একনেক-এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ করা হয়েছে।
০৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ও সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/ কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/কর্মসুচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম করা হয়েছে।
০৮	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ, কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১০	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়কৃত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নাই।
১১	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য জিও জারী করা হয়েছে।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
	পরিকল্পনা শাখা- ০৪	
০১	ক্রীড়া পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিলিটি স্ট্যাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকররণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় ক্রীড়া পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিলিটি স্ট্যাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকররণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর গ্রহণ করার প্রয়োজন পরে নাই।
০২	নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর মাসিক, ত্রৈ-মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	এডিপি ও আরএডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৪	একনেক-এর বৈঠকে পর্যালোচনার নিমিত্ত আইএমইডি-এর নির্ধারিত ছকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৫	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শিত হলে উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৭	দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যাংক ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৮	WID (Women in Development) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন তৈরী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ।	২০১৫-১৬ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
১০	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন না থাকায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন না থাকায় জি,ও, জারী করা হয় নাই।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

যুব কল্যাণ তহবিল

ভূমিকা ঃ

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সফল যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় **যুবকল্যাণ তহবিল** গঠন করা হয়।

মহান সংসদে গত ১৯ জুলাই, ২০১৬খ্রিঃ তারিখে **যুব কল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ-১৯৮৫** রহিত করে **যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬** (২০১৬ সনের ৩৩নং আইন) পাশ হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটে ২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত সংখ্যায় **যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬** প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহার ঃ

যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান স্থায়ী মূলধন(সিডমানি) ১৫.০০ (পনের) কোটি। এ অর্থ সোনালী ব্যাংকের স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা আছে এবং বছরওয়ারী প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা নিয়মানুযায়ী যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান/পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর নের্তৃত্বে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বোর্ড রয়েছে। অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডই চূড়ান্ত ক্ষমতাবান। উল্লেখ্য, যুব কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব **উপ-সচিব (যুব)** এবং **সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১)** এর যুগ্মস্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

এ যাবতকালের কার্যক্রম ঃ

প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা অদ্যাবধি ১০,১৭০টি যুব সংগঠনকে মোট ১৩,৫৯,৬৬,০০০/- (তের কোটি উনষাট লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অনুদানপ্রাপ্ত সংগঠনের কার্যক্রম তদারকি করে আসছে।

যেসব ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করা হয় ঃ

যুব সংগঠন কর্তৃক গৃহীত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প যেমন মৎস্য চাষ, বণ্টক-বাটিক, কুটির শিল্প, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, পোল্ট্রি, দর্জি বিজ্ঞান, স্যানিটেশন, বনায়ন ও নার্সারি, ডেইরি, মাশরুম চাষ, সবজি চাষ, ফুল চাষ, মৌ চাষ ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রকল্পের বিপরীতে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যক্রম ঃ

যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যুব সংগঠনকে ১,২০,০০,০০০/-(এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মোট ৫৮৪টি সংগঠন নির্বাচন করা হয়েছে। সিলেকশন কমিটি ও ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনের পর তাদেরকে অনুদান প্রদান করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১৫-১৬

যুবসমাজকে দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৪৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৩৫ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২০ লক্ষ ২১ হাজার ১০৩ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ০৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৮৯ জন উপকারভোগীকে ১৪৫৯ কোটি ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৬ সালে ৩৪ হাজার ১০৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১০২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৪%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		বরাদ্দ অবমুক্তি		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার	
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৪-২০১৫	১৪৫০৮.৭০	১৬৯০৫.৭২	১৪৫০৮.৭০	১৪৪৬৭.২৮	১৪৪২০.৩২	১৪১২৮.৭১	৯৯.৩৯%	৯৭.৬৬% (অবমুক্তির)
২০১৫-২০১৬	২০২২৭.৮৮	৮৯২৩.০০	২০২২৭.৮৮	৮৮৫৮.৩০	২০২২৫.৩১	৮৬৯৫.৫৯	৯৯.৯৯%	৯৮.১৬% (অবমুক্তির)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেট ২০১৫-২০১৬ ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ২০২ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২০২ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০২ কোটি ২৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা (৯৯.৯৯%)।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ২০১৫-২০১৬ ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৮৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ৮৮ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (৯৮.১৬%)।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ সমাপ্ত হবে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন এবং তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন এবং চতুর্থ পর্বে প্রথম ধাপে ১৭১৬৮ জনসহ মোট ১০৪৮২৬ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন ও ১৭১৬৮ জনসহ মোট ১০২৪৯২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ২৮১১ জনের কর্মসংস্থান এবং ২২৪২৬ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১২৮৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড় করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ১২০৪.৭১ কোটি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ১৩৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
জুন ২০১৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট প্রশিক্ষণের	১২৫১৩৭ জন	১০৪৮২৬ জন
জুন ২০১৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির	১০৪৮২৬ জন	১০২৪৯২ জন
জুন ২০১৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দের	১৪৫২২০.০০ লক্ষ টাকা।	১২৮৯৭২.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট ব্যয়	১২৮৯৭২.০০ লক্ষ টাকা।	১২০৪৭১.০০ লক্ষ টাকা।

০২। **পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ**

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে "পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি দেশের ২৫৮টি নির্ধারিত উপজেলায় বাস্তবায়নের অনুমোদন থাকলেও জনবলের অভাবে বর্তমানে ২৩৬টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চালু রয়েছে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১০০০০/-, ১৫০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধনের	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের	৭১৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা।	৭১৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের	১২১০৫.৯১ লক্ষ টাকা।	১২১০৫.৯১ লক্ষ টাকা।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	১১৫৬.০০ লক্ষ টাকা।	২৩৬৮.৭০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১১,৫৬০ জন।	১৭,২০৬ জন।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের	৭১৯৫৭.০৮ লক্ষ টাকা।	৬০১৯৫.৫৮ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর	৬,২২,৮২১ জন।	৫,৪৭,২০৭ জন।

০৩। **যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ**

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। পোশাক তৈরী, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবককে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- থেকে

৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
কর্মসূচির আওতায় মোট যুবঋণ মূলধনের	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের	১০৫৩৭.৬১ লক্ষ টাকা।	১০৫৩৭.৬১ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের	২২২৪৪.৫১ লক্ষ টাকা।	২২২৪৪.৫১ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের	৯৩২৪৭.১২ লক্ষ টাকা।	৮৫৭১৮.৬৯ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর	৫,১২,০৫৪ জন।	৩,০৭,০৯২ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৫২১.৬০ লক্ষ টাকা।	৭৮৯৬.০২ লক্ষ টাকা।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২৩,৮০৪ জন।	১৬,৮৯৯ জন।
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণের	২৮,৩৭,২৩১ জন।	২৫,০৬,৩৫১ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৬৬,৮২০ জন।	৬৭,৭১৬ জন।
ক্রমপুঞ্জিত আত্মকর্মসংস্থানের	১৯,১০,২২১ জন।	১৬,০৭,৭৬২ জন।

০৪। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র ঃ

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা।	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১৬,৯৩৬ জন।	১৬,৯৫৫ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯০০ জন।	২০৬৫ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সেমিনারের	০২টি	০২টি

০৫। একুশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিষয়ক ৭টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫,৪৮০ জন।	৪,৭৫৫ জন।

০৬। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,৬৬০ জন।	১,১৮৩ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মশালা ও সেমিনারের	১ টি	১ টি

০৭। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকী, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৮০ জন।	৪২০ জন।

বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউসওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১ম পর্বে মার্চ/৯৩ থেকে জুন/৯৮ পর্যন্ত ৫১২৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জুলাই/৯৮হতে জুন/২০০৬ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যাধিক বিবেচিত হওয়ায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ এবং কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৪২,০০০ জন।	১,৪৪,৭৩৪ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৮,৮৪০ জন।	৮,৩৬৬ জন।

০২। **সমাপ্ত ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ**

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এ

প্রকল্পের আওতায় আরো ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৭০১৪.৮৯ লক্ষ টাকা।	১৬৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,০৭,৯৪৫ জন।	৮৯,৬৯০ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৬,৪৯০ জন।	৫,২৬০ জন।

০৩। **সমাপ্ত আঠারোটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে -৮টি কেন্দ্র)(১ম সংশোধিত) ঃ**

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কেন্দ্রসমূহে ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৫২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা।	৪৮৩০.৪৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২২,৫৭৪ জন।	১৪,৪০৮ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,৮৬০ জন।	১,৪৫৬ জন।

০৪। **সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ঃ**

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রাসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১২,১৮০ জন।	৬,৫৪৯ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৭৮০ জন।	২৪০ জন।

০৫। সমাপ্ত অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং ট্রেড (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	৮১,৫৪০ জন।	৬৫,৬৭৩ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	৫,৯৭২ জন।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু-হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ও জয়পুরহাট আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। নীলফামারী, রাজবাড়ী ও লক্ষ্মীপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে এবং অন্যান্য জেলায় নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১০-২০১৮)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা ।	১৩১৬৭.৬৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা ।	২৪৪৯.৮০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের	২৪৪৯.৮০ লক্ষ টাকা ।	২৪০৬.৬৫ লক্ষ টাকা ।
ভূমি উন্নয়ন কাজ	৭৮৩৫ ঘঃ মিঃ	৭৮৩৫ ঘঃ মিঃ
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	২৮৭০ বঃ মিঃ	২৮৭০ বঃ মিঃ
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১৪৩৫ বঃ মিঃ	১৪৩৫ বঃ মিঃ
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	৬৪৯০ বঃ মিঃ	৬৪৯০ বঃ মিঃ

০২। **কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৬টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি ৯৯৯৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৭) ১ম সংশোধিত।	১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ।	৭০৭৪.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের	২৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা ।	২৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের	২৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা ।	২৩৩৮.৯৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	২,১২,১৬০ জন।	২,০৮,৬৮০ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	১,৪৮,৫১২ জন।	১,৪১,৯০২ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৫১৮.০০ লক্ষ টাকা ।	৫১৮.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২০৭২ জন।	২০৭২ জন।

০৩। **উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প ঃ**

উত্তরবঙ্গের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৩৭৯৫০ বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের গ্রুপে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবদের গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি, ছাগল পালন এবং নার্সারি বিষয়ে ১০দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী গ্রুপের প্রত্যেক যুবক/যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২৫০০০.০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (ফেব্রুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৬)	৬৪৯৬.১৪ লক্ষ টাকা ।	৬৪৮৩.১১ লক্ষ টাকা ।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১১৯৫.০০ লক্ষ টাকা ।	১১৯৫.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১১৯৫.০০ লক্ষ টাকা ।	১১৮১.৯৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯২০০ জন।	৯২০০ জন।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৮৭৭.০৮ লক্ষ টাকা ।	৮৭৭.০৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	৩৫০৮ জন।	৩৫০৮ জন ।

০৪। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্ব ঃ

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ০১-১২-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬৫টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৮)	৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ।	১৭৩০.৪৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা ।	১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা ।	১৩৪১.৬৯ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের	৬২০০টি	৩৫৮৫টি

০৫। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ঃ

"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ।	৬৫৭.০৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৬৪১.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৪১.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের	৬৪১.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৩৪.০২ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯০০ জন।	২০৬৫ জন।

টি, এ প্রকল্প ঃ

০৬। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ প্রকল্প ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগের জন্য ১টি করে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করবে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। বর্তমানে বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০০০.০০ লক্ষ টাকা ।	৭৯২.২৭ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮৫৮.৫০ লক্ষ টাকা ।	৮৫৮.৫০ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়	৮৫৮.৫০ লক্ষ টাকা ।	৭৯২.২৭ লক্ষ টাকা ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩১৬৮ জন।	৬৪০ জন।

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প ঃ

০১। যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ

দক্ষ গাড়ীচালক ও যানবাহন মেরামত মেকানিক্স তৈরি করে দেশে-বিদেশে দক্ষ গাড়ী চালকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২,৮৮০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা গাড়ী চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার বেকার যুবদের ৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ০৩-০৮-২০১৬ তারিখে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০২। **৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ঃ**

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ০৩-০৩-২০১৬ তারিখে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩। **উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ**

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্যের হার হ্রাসের নিমিত্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য এ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫২টি উপজেলাকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২৫২টি উপজেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৪৫,৩৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে একদিকে দেশে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে বিদেশে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৪৯৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৪। **যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প ঃ**

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০,৩২০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৯৮৪৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ২৮-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৫। অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নীতকরণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনের দক্ষতাবৃদ্ধি, বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৩০টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত এবং যেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর সম্ভব নয় সেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ও জেলা কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, যানবাহন, সেলাই মেশিন, প্রিন্টার, আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩৬৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় যুব ভবন পাকিস্তান আমলে নির্মিত একটি ৬ তলা ভবন। এ ভবনে মহাপরিচালক, পাঁচজন পরিচালক ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, ৪টি সমাপ্ত প্রকল্প এবং ৫টি চলমান প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করেন। প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বসার জায়গাসহ সভার জন্য যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন যুব ভবনে তা না থাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান যুব ভবনের জায়গায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের জন্য এই প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৬৭.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। বিদ্যমান অবশিষ্ট ৭টি যুব প্রশিড়্গাণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৫৩টি জেলায় ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টি কেন্দ্রে বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তু ৬টি কেন্দ্রে আধা-পাকা অবকাঠামো রয়েছে যা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দাপ্তরিকসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ১টি কেন্দ্রে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৩২৬১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৯। বেকার যুবদের সড়্গামতা বৃদ্ধি প্রশিড়্গাণ প্রকল্প।

শিক্ষিত বেকার যুবদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরি দাতাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাকরি দাতাদের সাথে প্রশিক্ষিত যুবদের যোগাযোগ স্থাপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪৮০০ শিক্ষিত বেকার যুব উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২১৬৭.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। **প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষিত আত্মকর্মী যুবদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার্থে দেশের ৫৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আত্মকর্মী যুবরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩২৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুব দিবস ঃ

দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১৫ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৩৪৫ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(খ) **আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঃ**

জাতিসংঘ এর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ আগষ্ট বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদান ঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভূক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৭,৮০৯ টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভূক্ত হয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৪টি যুব সংগঠনকে ৯.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

(ঘ) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ

যুব কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৩ টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(ঙ) যুব সংগঠন নিবন্ধন ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের লক্ষ্যে "যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন ২০১৫" জাতীয় সংসদে ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে পাশ হয়েছে। যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রণীত বিধিমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের কাজ শুরু করবে।

সচিব কাজী আখ
উদ্বোধন করেন

সচিব কাজী আখতার উদ্দিন আহমদ প্রধান অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

ছবি নং-০২

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সচিব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য প্রদান করছেন, মঞ্চে উপবিষ্ঠ আছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম, যুগ্মসচিব রঞ্জিত কুমার দাস ও পরিচালক (অঃদাঃ) মোরশেদ উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সচিব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য প্রদান করেছন, মঞ্চে উপবিষ্ঠ আছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম, যুগ্মসচিব রঞ্জিত কুমার দাস ও পরিচালক (আঃদাঃ) মোরশেদ উদ্দিন আহমেদ।

যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এর সাথে ৬৪টি জেলার উপপরিচালকবৃন্দের বার্ষিক কর্ম সম্পাদনের (এপিএ) জন্য (০১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭ মেয়াদে) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যুব ভবনের ক

কর্মসম্পাদনের (এপিএ) জন্য (০১জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭ মেয়াদে) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ছবি নং -০৪

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে ক্যাটারিং প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক ক্লাস

যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে ফটোসেশনে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং শ্রীলংকার ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশনের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে ফটোসেশনে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং শ্রীলংকার ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশনের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ছবি নং-১৬

পরিচিত হচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আরিফ খান জয়, এম.পি।

ছবি নং-১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ইতিমধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ৬৩০ (ছয়শত ত্রিশ) জন দুঃস্থ, আহত ও অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের প্রত্যেককে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা করে এককালিন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য গত ৩০-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রথম আলো ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং সকল জেলা প্রশাসক ও প্রতি জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের নিকট এককালীন অনুদানের ফরম বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট হতে প্রতি অর্থবৎসরে অনুদানের লক্ষ্যে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া বিত্তবানদের নিকট হতে অনুদান পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।